Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব, ফজিলত ও শরয়ী বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

যুবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামসুন নাহার

রোলঃ ২১৬০২০৯০৫

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব, ফজিলত ও শরয়ী বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী যুবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামসুন নাহার

রোলঃ ২১৬০২০৯০৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যাকাতের গুরুত্ব, ফজিলত ও শরয়ী বিধান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামসুন নাহার, আইডিঃ ২১৬০২০৯০৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী যুবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "যাকাতের গুরুত্ব, ফজিলত ও শরয়ী বিধান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের যুবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সামসুন নাহার

আইডিঃ ২১৬০২০৯০৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

গবেষণাপত্র "যাকাতের গুরুত্ব, ফজিলত ও শরয়ী বিধান" শিরোনামে যাকাতের ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মাত্রাগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গবেষণা যাকাতের সংজ্ঞা উপস্থাপন করে এবং এটিকে আধুনিক কর ও সুদের সাথে তুলনা করে, যাকাতের অনন্য স্থানকে বোঝানো হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে যাকাতকে কেবল একটি ধর্মীয় দায়িত্ব হিসাবে নয়, বরং একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখানো হয়।

যাকাতের ধর্মীয় ভূমিকা এবং সামাজিক গুরুত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দ্বারা যাকাতের ফজিলত এবং প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক সমতা সাধনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সাহাবীদের জীবনে যাকাতের প্রভাব এবং তাদের অনুসরণীয় আদর্শগুলো যাকাতের সত্যিকারের মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য বিবৃত হয়।

যাকাতের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত দৈবিক নির্দেশনাগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা যাকাতের পালনের গুরুত্বকে আরও জোরদার করে। যাকাতের পালন করলে যে দৈবিক পুরস্কার পাওয়া যায় এবং অবহেলার ফলে যে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, সেসব বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়।

যাকাতের বিভিন্ন আহকাম, যেমন যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত, বিভিন্ন সম্পদের উপর যাকাতের প্রয়োগ এবং এর সঠিক বণ্টন বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও, যাকাত পরিচালনার কৌশলগুলির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য সমাধান উপস্থাপিত হয়েছে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামিক পদ্ধতি হিসেবে যাকাতের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই গবেষণাপত্র যাকাতকে কেবল একটি ধর্মীয় বিধান হিসেবে নয়, বরং বৈশ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য মোকাবিলায় একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করে।

অধ্যায় ১: ভূমিকা

যাকাত হল ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি এবং এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর অনুপস্থিতিতে ইসলামের সম্পূর্ণতা কল্পনা করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"পাঁচটি বস্তুর ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমযানের সাওম পালন করা। [1]

১.১ যাকাতের সংজ্ঞা

আরবি শব্দ যাকাত (زكاة) তিনটি স্বতন্ত্র অর্থ বহন করতে পারে [2]:

- ক. ভাষাগত অর্থে
- খ. শারীয়তের পরিভাষায়
- গ. আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে

এই অর্থগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত অভিধানবিদ ইবন মানজুরের (১২৩৩-১৩১১ খ্রিস্টাব্দ) মতে, যাকাত শব্দের সব অর্থ কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যাখ্যায়ও এই শব্দের অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। যাকাত শব্দের ব্যবহার ইসলামের আগে আরবি কবিতায় পাওয়া যায়।

ক. ভাষাগত অর্থ: যাকাত শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল "বৃদ্ধি," যা প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। এছাড়াও এটি "উন্নতি" (তাহসুন), "ধর্মপরায়ণতা" (সালাহ), "প্রশংসা" (হামদ), "আশীর্বাদ" (বারাকাহ), "পরিশুদ্ধি" (তাহারাহ), এবং "প্রশংসা" (মাধ) বোঝায়। এটি "ন্যায্যতা, সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা" নির্দেশ করে এবং "মিষ্টতা" বোঝায়।

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَکّٰی

অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে, আল-বায়ান (৮৭:১৪)

এখানে পরিশুদ্ধ বা পবিত্রতার অর্থ কুফর ও শির্ক ত্যাগ করে ঈমান আনা, অসৎ আচার-আচরণ ত্যাগ করে সদাচার অবলম্বন করা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে সৎকাজ করা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করা। আয়াতের আরেক অর্থ, ধনসম্পদের যাকাত প্রদান করা। তবে যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে। এখানে تَزَكّٰى শব্দের অর্থ ব্যাপক হতে পারে। ফলে ঈমানগত ও চরিত্রগত পরিশুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। [ফাতহুল কাদীর]

খ. শারীয়তের পরিভাষায়: ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ মালের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার নাম যাকাত। [3] কুরআনে বর্ণিত যাকাত একটি বাধ্যতামূলক দান যা মুসলিমদের বার্ষিক তাদের অতিরিক্ত সম্পদ এবং নির্দিষ্ট ধরণের সম্পত্তির উপর গরীব ও অভাবীদের দিতে হয়। এটি যাকাত আল-মাল নামে পরিচিত এবং এটি কোন কর নয় বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকদের অধিকার। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যাকাতের জন্য যেসব সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে, তাদের ন্যূনতম পরিমাণ (নিসাব) এবং প্রদানের হার (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২.৫%) নির্ধারণ করেছেন। যাকাত ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের একটি।

গ. আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে: কুরআনে বাধ্যতামূলক দানের নাম 'যাকাত' রেখে, আল্লাহ এই উপাসনার কার্যক্রমকে বিভিন্ন ভাষাগত অর্থ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যারা যাকাত দেবে তাদের সম্পদে বৃদ্ধি হবে এবং যাকাত গ্রহণকারীরও আত্মিক ও মানসিক উন্নতি হবে। যাকাত দাতার আত্মা এবং তাদের সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে, এটিকে একটি আশীর্বাদপূর্ণ কার্যক্রম বানায় যা আল্লাহর প্রশংসা প্রাপ্ত হয়।

কুরআনে যাকাত ৩২ বার উল্লিখিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩০ বার বাধ্যতামূলক দানের অর্থে এবং ২ বার পরিশুদ্ধির অর্থে। কুরআনে যাকাত প্রায়ই সালাত (নামাজ) এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে প্রকাশের সময় এর গুরুত্ব তুলে ধরে। ঐতিহাসিকভাবে, 'সাদাকাহ' শব্দটি, যা এখন স্বেচ্ছাচারী দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রায়ই যাকাত বোঝাতে ব্যবহৃত হত কুরআনিক এবং নবীজীর শিক্ষায়।

যাকাতের আধ্যাত্মিক-আর্থিক বিপরীত

কুরআন যাকাতকে রিবা (সুদের লেনদেন) এর সাথে বিপরীত করেছে, যা দুর্বলদের শোষণ করে। যেখানে রিবা নিষিদ্ধ এবং ঋণদাতার সম্পদ কমিয়ে দেয়, সেখানে যাকাত দাতার সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে এবং বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে উভয় প্রকার আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত সুবিধা আসে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, দান কখনো সম্পদ কমায় না বরং তা আল্লাহর আশীর্বাদ নিয়ে আসে।

১.২ যাকাত বনাম আধুনিক কর

আগের অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত যাকাতের বিপরীতে, কর হলো একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক চার্জ বা অন্য ধরনের সংগৃহীত অর্থ যা কোনও সরকারী সংস্থা দ্বারা করদাতা (ব্যক্তি বা আইনি সত্তা) উপর আরোপিত হয়, সরকারী ব্যয় এবং জনসেবার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য বা নেতিবাচক বহির্প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাস করার উপায় হিসেবে। [4] কর সঙ্গতি নীতি এবং ব্যক্তিগত আচরণকে নির্দেশ করে যা করদাতারা সঠিক পরিমাণে কর সঠিক সময়ে প্রদান করছে এবং সঠিক কর সুবিধা এবং কর রেহাই পাচ্ছে তা নিশ্চিত করে। প্রাচীন মিশরে প্রায় ৩০০০-২৮০০ খ্রিস্টপূর্বে প্রথম কর আরোপিত হয়েছিল। কর সরাসরি বা পরোক্ষ কর হতে পারে এবং অর্থ বা শ্রমের সমতুল্য হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। যাকাত এবং কর এর মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ [5]:

প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য:

যাকাত একটি ধর্মীয় দায়িত্ব যা মুসলমানদের সম্পদ থেকে বাধ্যতামূলক দান হিসেবে প্রদান করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হলো সম্পদকে পবিত্র করা এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করা। অন্যদিকে, কর একটি সরকারি আরোপ যা রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বাধ্যতামূলক অবদান। এটি উন্নয়ন প্রকল্প, জনসেবা এবং অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করে।

প্রদায়করা: যাকাত শুধুমাত্র মুসলমানদের প্রদান করতে হয়, যেখানে কর সমাজের সকল সদস্যদের প্রদান করতে হয়, ধর্ম নির্বিশেষে।

প্রদান শর্তাবলী: যাকাত প্রদান করা হয় যখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ (নিসাব) একটি চান্দ্র বছরের জন্য অধিকারী হয়। করের পরিমাণ আয়, মুনাফা এবং প্রদানের সক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

পরিমাণ: যাকাত সাধারণত যাকাতযোগ্য সম্পদের ২.৫% (সৌর বছরের জন্য ২.৫৭৭৫%)। করের হার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবর্তিত হতে পারে এবং সাধারণত প্রগতিশীল হয়।

পরিবর্তনযোগ্যতা: যাকাতের হার পরিবর্তন করা যায় না; এগুলি পবিত্র কোরআনে নির্ধারিত। করের হার সময়ের সাথে সাথে সরকার বা আইন প্রণেতাদের দ্বারা সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

প্রাপকরা: যাকাত নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ, যেমন দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত, এবং যাকাত সংগ্রাহক সরাসরি পায়। করের কোন সরাসরি প্রাপক নেই; এটি সরকার দ্বারা সংগ্রহ করা হয় এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

সংগ্রহ: যাকাত ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করা যেতে পারে, যেখানে কর কেবল সরকার বা তার সংস্থাগুলি দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।

প্রদায়কদের প্রত্যাশা: যাকাত প্রদায়করা কেবল আধ্যাত্মিক পুরস্কার আশা করে, যেখানে করদাতারা সরকারের কাছ থেকে সুবিধা এবং সেবা আশা করে।

ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা: যাকাতের পরিমাণ স্থানীয় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হলে এটি অন্যান্য দেশে দরিদ্র মুসলমানদের কাছে পাঠানো যেতে পারে। কর যে দেশে সংগ্রহ করা হয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সারসংক্ষেপে, যাকাত একটি ধর্মীয় দায়িত্ব যা মুসলমানদের সাহায্য করতে এবং সম্পদকে পবিত্র করতে সহায়ক, আর কর সরকার এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য তহবিলের একটি উৎস। উভয়ই তাদের নিজ নিজ প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে।

১.৩ যাকাত বনাম সুদ

وَ مَاۤ اٰتَیۡتُمۡ مِّنۡ رِّبًا لِّیَرۡبُوَا۠ فِیۡۤ اَمۡوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرۡبُوۡا عِنۡدَ اللّٰہِ ۚ وَ مَاۤ اٰتَیۡتُمۡ مِّنۡ زَکٰوۃٍ تُرِیۡدُوۡنَ وَجۡہَ اللّٰہِ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ [a]

আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত। আল-বায়ান (আল-বায়ান) সূরা আর-রূম (৩০:৩৯)

যাকাতের বিপরীতে, সুদ আর্থিক অর্থে অর্থ ঋণের খরচ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, তারা সেই ঋণের উপর সুদ ধার্য করবে। ধার্যকৃত সুদের পরিমাণ নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর, যেমন ক্রেডিট স্কোর, ঋণের ধরন ইত্যাদি। সুদের দুটি প্রধান ধরন রয়েছে: সরল এবং যৌগিক। সরল সুদ শুধুমাত্র মূল ঋণ পরিমাণের উপর গণনা করা হয়, যেখানে যৌগিক সুদ মূল ঋণ এবং পূর্বে অর্জিত সুদের উপরও গণনা করা হয়। এটি সময়ের সাথে সাথে অনেক বেশি মোট অর্থ পরিশোধের দিকে নিয়ে যেতে পারে । [6] ইসলামী পরিভাষায় সুদ বা "রিবা" বলতে ঋণ বা আমানতের উপর ধার্যকৃত বা প্রদেয় অতিরিক্ত পরিমাণকে বোঝায়, যা শোষণমূলক এবং অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে, রিবা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কারণ এটি শোষণ এবং অন্যায়ের একটি রূপ হিসেবে দেখা হয়। রিবার নিষেধাজ্ঞা এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে উৎপাদনশীল কার্যকলাপ বা ঝুঁকি ছাড়া অর্থ আরও অর্থ উৎপাদন করতে পারে না। ইসলামী অর্থনীতি ঝুঁকি-বণ্টন, নৈতিক বিনিয়োগ এবং ন্যায্যতাকে প্রচার করে। সুদ ভিত্তিক লেনদেনের পরিবর্তে, ইসলামী অর্থনীতি মুদারাবা (অংশীদারিত্ব) এবং মুশারাকা (যৌথ উদ্যোগ) এর মতো মুনাফা-বণ্টন মডেল ব্যবহার করে সম্পদ এবং ঝুঁকির ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে। যাকাত বনাম সুদ (রিবা) সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত তুলনা করা হলো: :

প্রকৃতি: যাকাত হল যোগ্য মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক দান যা তাদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রদান করতে হয়। অন্যদিকে, সুদ হল ঋণ বা পুঁজির উপর প্রাপ্ত লাভ যা ঋণদাতার জন্য আয়ের উৎস।

উদ্দেশ্য: যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হল সম্পদকে পরিশুদ্ধ করা এবং কম ভাগ্যবানদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এটি সম্পদের একটি অংশ সরিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। সুদের উদ্দেশ্য হল ঋণদাতাকে বিনিয়োগের উপর একটি নির্দিষ্ট রিটার্ন প্রদান করা, যা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

ইসলামে অনুমোদন: যাকাত ইসলামে অনুমোদিত এবং যোগ্য মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক। এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি এবং এর মাধ্যমে সম্পদ পরিশুদ্ধ করা হয়। বিপরীতে, সুদ বা রিবা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রিবা সব ধরনের লেনদেনে অবৈধ এবং এটি শোষণ এবং অন্যায়ের একটি রূপ হিসাবে বিবেচিত হয়।

সম্পদের উপর প্রভাব: যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদের একটি অংশ কমে যায় কারণ এটি দরিদ্র এবং অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এটি সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে। অন্যদিকে, সুদের ফলে ঋণদাতার সম্পদ বৃদ্ধি পায় কারণ এটি ঋণের উপর অর্জিত লাভ। এটি ঋণগ্রহীতার উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে।

তহবিলের উৎস: যাকাত হালাল (বৈধ) আয়ের উৎস থেকে প্রদান করতে হয়। এটি নৈতিকভাবে সঠিক এবং ইসলামিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুদ প্রায়ই হারাম (অবৈধ) উৎস থেকে প্রাপ্ত হয় এবং এটি ইসলামী আইনের সাথে বিরোধপূর্ণ।

সারসংক্ষেপে, যাকাত একটি বাধ্যতামূলক দান যা সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে এবং কম ভাগ্যবানদের সহায়তা করে, যেখানে সুদ অর্থ ঋণের মাধ্যমে প্রাপ্ত লাভ যা ইসলামে অবৈধ। যাকাত সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে, আর সুদ শোষণমূলক এবং আর্থিক অসাম্য সৃষ্টি করে।

১.৪ থিসিসের সংগঠন

বাকি থিসিস নিম্নলিখিতভাবে সাজানো হয়েছে:

অধ্যায় ২: এই অধ্যায়ে যাকাতের গুরুত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেখানে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবীদের (রাঃ) জীবনে যাকাতের বাস্তব প্রয়োগ এবং আধুনিক সমাজের প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের প্রভাব এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপযোগিতা বিবেচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৩: এই অধ্যায়ে যাকাত প্রদানের পুরস্কার এবং না প্রদানের শাস্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নবী (সাঃ) এবং সাহাবীদের (রাঃ) জীবনে যাকাত প্রদানের উদাহরণ দিয়ে এর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। যাকাত প্রদানের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব পুরস্কার এবং এর শাস্তির বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায় ৪: এই অধ্যায়ে যাকাতের বিধান এবং নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী, যাকাত গ্রহণের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ এবং যাকাতের বিভিন্ন ধরন নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উপর যাকাতের নির্ধারণ, যেমন স্বর্ণ, রূপা, ব্যবসায়িক পণ্য, গবাদি পশু, এবং কৃষিজাত পণ্যের যাকাতের নিসাব নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৫: এই অধ্যায়ে যাকাতের কার্যকর পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী পদ্ধতিতে যাকাত সংগ্রহ এবং বণ্টনের ইতিহাস, আধুনিক কৌশল এবং এর চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যাকাতের সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় এবং এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬
[2] ফিক্বহুল মুয়াস্সার ১২১ পৃঃ।
[3] What Is the True Meaning of Zakat?
https://www.zakat.org/true-meaning-of-zakat
[4] Tax, Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax
[5] Barizah, Nur, Abdul Rahim, and Abdul Rahman. "A comparative study of zakah and modern taxation." Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics 20.1 (2007).
[6] Interest Definition: Types, Examples and Processes
https://abcfinance.co.uk/loan/interest/

অধ্যায় ২: যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলির একটি, যা কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একজন মুসলিমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিশাল গুরুত্ব ধারণ করে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি আল্লাহর (সুবঃ) আদেশ। এই অধ্যায়ে কুরআনে যাকাতের গুরুত্ব, যাকাত সম্পর্কিত নির্বাচিত হাদীস, নবী (সাঃ) ও সাহাবীদের (রাঃ) জীবনে যাকাত নিয়ে আলোচনা করা হবে।

২.১ কুরআনে যাকাত

আয়াত ১:

وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ارۡکَعُوۡا مَعَ الرّٰکِعِیۡنَ

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (আল-বাক্বারাহ ২:৪৩)

আয়াত ২:

وَ اِذۡ اَخَذۡنَا مِیۡثَاقَ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰہَ ۟ وَ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا وَّ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنِ وَ قُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَّ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّیۡتُمۡ اِلَّا قَلِیۡلًا مِّنۡکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ

আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে। (আল-বাক্বারাহ ২:৮৩)

আয়াত ৩:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ
وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ
فِى الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ
الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী। (আল-বাক্বারাহ ২:১৭৭)

আয়াত ৪:

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ
الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং মুমিনগণ- যারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা নাযিল হয়েছে তোমার পূর্বে- তাতে ঈমান আনে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমি মহাপুরস্কার প্রদান করব। (আন-নিসা ৪:১৬২)

আয়াত ৫:

وَ لَقَدْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَ قَالَ اللهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ
الصَّلٰوةَ وَ اٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ
وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের

থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে। (আল-মায়েদাহ ৫:১২)

আয়াত ৬:

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ

তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে। (আল-মায়েদাহ ৫:৫৫)

আয়াত ৭:

وَ اكْتُبْ لَنَا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِیْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ رَحْمَتِیْ
وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

আর আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ লিখে দিন। নিশ্চয় আমরা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।' তিনি বললেন, 'আমি যাকে চাই তাকে আমার আযাব দেই। আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত প্রদান করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। (আল-আ'রাফ ৭:১৫৬)

আয়াত ৮:

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِی الدِّيْنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

অতএব যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই। আর আমি আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য যারা জানে। (আত-তওবা ৯:১১)

আয়াত ৯:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِکَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, ওরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আত-তওবা ৯:১৮)

আয়াত ১০:

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِکَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ ؕ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (আত-তওবা ৯:৭১)

আয়াত ১১:

وَّ جَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন’। (সূরা মারইয়াম ১৯:৩১)

আয়াত ১২:

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

আর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত। (আম্বিয়া ২১:৭৩)

আয়াত ১৩:

فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعۡتَصِمُوۡا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوۡلٰىكُمۡ ۚ فَنِعۡمَ الۡمَوۡلٰى وَ نِعۡمَ النَّصِيۡرُ

অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী! (হজ্জ ২২:৭৮)

আয়াত ১৪:

وَ الَّذِيۡنَ هُمۡ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوۡنَ

আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। (আল-মু'মিনুন ২৩:৪)

আয়াত ১৫:

وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার। (আন-নূর ২৪:৫৬)

আয়াত ১৬:

الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ

যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। আর তারাই আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (লুকমান ৩১:৪)

আয়াত ১৭:

وَ الَّذِيۡنَ فِيۡۤ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ مَّعۡلُوۡمٌ

আর যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক (আল-মা'আরিজ ৭০:২৪)

অর্থাৎ, ফরয যাকাত। অনেকের নিকট এ হক ব্যাপক। ওয়াজিব যাকাত ও নফল সাদাকা উভয়ই এর মধ্যে শামিল। (তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

আয়াত ১৮:

وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَ یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ

আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন। (আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮:৫)

২.২ যাকাত গুরুত্ব সম্পর্কিত নির্বাচিত হাদীস

হাদিস ১:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا ـ رضى الله عنه ـ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

আবূ ’আসীম যাহহাক ইবনু মাখলাক (রাঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু’আয (রাঃ) কে (শাসকরূপে) ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণকালে বলেন, সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ)সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল- এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (নামায/নামাজ) ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সা’দকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) উসূল করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে। [1]

হাদিস ২:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ". وَقَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَبُوهُ، عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ، مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو

আবূ আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলল, আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার প্রয়োজন রয়েছে তো। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, সালাত (নামায/নামাজ) কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। [2]

হাদিস ৩:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ " تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ". قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

আবদুর রাহীম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক মরুবাসী সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে এমন আমলের পথনির্দেশ করুন যা আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবেনা, (পাঁছ ওয়াক্ত) ফরয সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে ও রমযানের সাওম (রোযা/রোজা/সিয়াম/ছিয়াম) পালন করবে। সাহাবী বললেন, আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম, আমি এর উপর বৃদ্ধি করব না। তিনি যখন ফিরে গেলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কেউ যদি জান্নাতী লোক দেখতে আগ্রহী হয় সে যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখে। [3]

২.৩ সাহাবীদের (রাঃ) জীবনে যাকাত

আবূ বকর (রাঃ) এর ঘটনা:

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর আবূ বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালে আরবের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন 'উমর (রাঃ) [আবূ বকর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে] বললেন, আপনি (সে সব) লোকদের বিরূদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগ করেনি বরং যাকাত দিতে কস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে মাত্র)? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে, যে কেউ তা বলল, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লংঘন করলে (শাস্তি দেওয়া যাবে), আর অন্তরের গভীরে (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়।

আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয় আমি যুদ্ধ করবো যারা সালাত (নামায/নামাজ) ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকার করে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো। 'উমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বকর (রাঃ) এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এই দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ। [4]

জরীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ):

আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র (রহঃ) ... জরীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সালাত (নামায/নামাজ) কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করি। [5]

২.৪ যাকাতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয় গুরুত্ব

কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং সাহাবীদের জীবনের ভিত্তিতে আমরা যাকাতের গুরুত্ব নিম্নরূপে সংক্ষিপ্ত করতে পারি:

যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব:

যাকাত সমাজ থেকে স্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপন করে। এটি সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে এবং সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য দূর করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (আল-হাশর, আয়াত ৭)

অতএব, সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু করে বৈষম্য দূর করে সামাজিক ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলাই আমাদের দায়িত্ব।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

ইসলামিক অর্থ ব্যবস্থার উৎসগুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। এর উপর ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য নির্ভরশীল। ধনীরা সম্পদ পুঞ্জিভূত না করে দরিদ্রদের হাতে পৌঁছাতে সাহায্য করে, ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়, মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত ও শক্তিশালী হয় এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল লোকেরা ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন।" (আল-বাকারা, আয়াত ২৭৬)

নৈতিক গুরুত্ব:

যাকাত মানুষের মনে খোদাভীতি সৃষ্টি করে, পবিত্র ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, এবং অপচয় রোধ করতে শেখায়। যাকাত মানুষের আত্মিক প্রশান্তি, নৈতিক উন্নতি, এবং সম্পদের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র এবং পরিশোধিত করবেন।" (আত-তাওবা, আয়াত ১০৩)

ধর্মীয় গুরুত্ব:

কোন মুসলমান যাকাত না দিলে তিনি আর পরিপূর্ণ মুসলমান থাকতে পারেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালও অস্বীকারকারী। (হামিম আস-সাজদা, আয়াত ৭)

যাকাত অস্বীকার করা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করার সমতুল্য। ইসলামী আইনে যাকাত দানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। যাকাত হলো আর্থিক ইবাদত। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং, একজন মুসলিম হিসেবে যাকাত আদায় করা ঈমানী দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র:

[1] সহীহ বুখারী: পরিচ্ছেদঃ ৮৮২, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৩৯৫
[2] সহীহ বুখারী: পরিচ্ছেদঃ ৮৮২, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৩৯৬
[3] সহীহ বুখারী: পরিচ্ছেদঃ ৮৮২, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৩৯৭
[4] সহীহ বুখারী: পরিচ্ছেদঃ ৮৮২, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৩৯৯ – ১৪০০
[5] সহীহ বুখারী: পরিচ্ছেদঃ ৮৮৩, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৪০১

অধ্যায় ৩: যাকাতের পুরস্কার ও শাস্তি

৩.১ কুরআনের যাকাতের পুরস্কার ও শাস্তি

আয়াত ১:

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْ

আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল তোমরা নিজদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে। তোমরা যা করছ নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (আল-বাক্বারাহ ২:১১০)

আয়াত ২:

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল-মুজাম্মিল ৭৩:২০)

আয়াত ৩:

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (আল-আহযাব ৩৩:৩৩)

আয়াত ৪:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (আল-বাকারা ২:২৭৭)

আয়াত ৫:

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۪ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ

সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিক্র, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (আন-নূর ২৪:৩৭)

আয়াত ৬:

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল-মুজ্জাম্মিল ৭৩:২০)

আয়াত ৭:

الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ

যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে। (আল-হুমাযাহ ১০৪:২)

এর অর্থ হল যে, সে (মাল) জমা করে ও গুনে গুনে রাখে; গুছিয়ে গুছিয়ে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। নচেৎ, সাধারণভাবে মাল সঞ্চয় করে রাখা কোন নিন্দনীয় কাজ নয়। নিন্দনীয় তখনই হয় যখন তার যাকাত দেওয়া না হয়, দান-খয়রাত এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করা হয়। (তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

আয়াত ৮:

وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

এবং মাউন প্রদান করতে বিরত থাকে (আল-মাউন ১০৭:৭)

সামান্য বা ছোটখাট কিছুকে বোঝায়। কোন কোন উলামাগণ مَاعُون এর অর্থ যাকাত নিয়েছেন। কেননা, যাকাত আসল মালের তুলনায় খুবই সামান্য পরিমাণ (শতকরা আড়াই শতাংশ মাত্র) তাই। আর কেউ কেউ এ থেকে সাংসারিক ছোটখাট আসবাব-পত্র অর্থ করেছেন, যা প্রতিবেশীরা সাধারণতঃ একে অপরের কাছে ধার হিসাবে চেয়ে থাকে। তার মানে হল যে, গৃহস্থালী ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে ধার দেওয়া এবং তাতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ না করা একটি সদগুণ। আর এর বিপরীত কৃপণতা ও কুণ্ঠা প্রকাশ করা হল পরকালকে অবিশ্বাসকারীদেরই অভ্যাস। (তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

যারা যাকাত আদায়ে উদাসীনতা দেখায় এবং কৃপণতা করে তাদের বিষয়ে কুরআনে করীমে কঠিন হুমকি এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيم ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর''। (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৫, ৩৬)

৩.১ যাকাতের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত নির্বাচিত হাদীস

হাদিস ১:

ح حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ـ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ " ثُمَّ تَلاَ (لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) الآيَةَ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কমড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেনঃ "আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথছ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং উহা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরে কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃংখলাবদ্ধ করা হবে।" (৩ ১৮০) [1]

হাদিস ২:

যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় না, তা অবশ্যই তা গচ্ছিত মাল যদ্বারা তার মালিককে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

সোনা রূপার মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন এ ধন সম্পদকে আগুনের পাত বানানো হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। তারপর এগুলো দ্বারা তার পার্শ্ব, ললাট ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হবে পূণরায় তা উত্তপ্ত করা হবে -এমন দিন যেদিনের পরিমাণ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। এভাবে বান্দার পরিণতি জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি চলতে থাকবে। [2]

তথ্যসূত্র:

[1] সহীহ বুখারী: পরিচ্ছেদঃ ৮৮৪, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৪০৩
[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭

অধ্যায় ৪: যাকাতের আহকাম

৪.১ যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং তার সব বিধান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে যাকাত অন্যতম একটি বিধান, যা মুসলমানদের উপর কিছু শর্তসাপেক্ষে ফরয করা হয়েছে। যেমন:

নিয়্যাত করা (النية): ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে'। [1]

উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে প্রতিটি আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তাই সম্পদের যাকাত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খালেস নিয়তে আদায় করতে হবে। যদি এতে কোন আনুষ্ঠানিকতা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে, তবে তা শিরকে পরিণত হবে।

স্বাধীন হওয়া (الحرية): যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে; দাসের উপর যাকাত ফরয নয়, কারণ দাস সম্পদের মালিক হতে পারে না। হাদীসে আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"ছাদাক্বাতুল ফিৎর ব্যতীত দাসের উপর যাকাত নেই।" [2]

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে,

যদি কেউ দাস বিক্রি করে এবং তার সম্পদ থাকে, তবে সেই সম্পদ বিক্রেতার। তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে, তবে তা ক্রেতার হবে।" [3]

সুতরাং, যেহেতু দাস সম্পদের মালিক নয়, তার উপর যাকাত ফরয নয়।

মুসলিম হওয়া (الإسلام): যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে; কাফেরদের উপর যাকাত ফরয নয়। যাকাত একটি পবিত্রকারী ইবাদত। আল্লাহ বলেন,

তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে" (সূরা আত-তওবা, আয়াত ১০৩)

কাফেরদের অন্তর শিরক ও কুফরীর কারণে অপবিত্র থাকে, তাই তাদের দান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন,

তাদের (কাফিরদের) কৃতকর্মকে আমি বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ২৩)

এবং,

তাদের দান গ্রহণ করা হয় না কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে" (সূরা আত-তওবা, আয়াত ৫৪)

নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া (ملك نصاب): ইসলামী শরী'আতে নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সাপেক্ষে যাকাত ফরয হয়; এর চেয়ে কম হলে যাকাত ফরয নয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন,

পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই। পাঁচ আওকিয়ার কম রৌপ্যেরও যাকাত নেই। [4]

ওয়াসাকের পরিমাণ: ১ ওয়াসাক = ৬০ ছা'; ৫ ওয়াসাক = ৩০০ ছা' = ৭৫০ কেজি শস্য। বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে ১০ ভাগের ১ ভাগ, সেচ দিয়ে উৎপাদিত হলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত।

আওকিয়ার পরিমাণ: ১ আওকিয়া = ৪০ দিরহাম; ৫ আওকিয়া = ২০০ দিরহাম = ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য বা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ।

এই পরিমাণ সম্পদ এক চন্দ্র বছর ধরে মালিকানায় থাকলে ২.৫% যাকাত ফরয হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেন,

"প্রত্যেক ৪০টি ছাগলের যাকাত একটি ছাগল।" সুতরাং, নির্ধারিত নিছাব পরিমাণের কম সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয নয়। [5]

পূর্ণ মালিক হওয়া (الإستقرار): যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে সম্পদের পূর্ণ মালিক হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো" (তওবা ৯/১০৩)।

এছাড়া তিনি আরও বলেন,

"যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত অধিকার রয়েছে" (মা'আরিজ ৭০/২৪)।

সুতরাং, সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পদের উপরই যাকাত ফরয।

এক বছর অতিবাহিত হওয়া (مضى الحول): মালিকানাধীন সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পূর্ণ এক চন্দ্র বছর অতিবাহিত হতে হবে। নিছাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর ধরে থাকলে তবেই যাকাত দিতে হবে। এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কিছু অংশ ব্যয় হয়ে গেলে যাকাত ফরয নয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হলে যাকাত নেই।" [6]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্পদ অর্জন করে, তা তার মালিকানায় এক বছর না থাকলে যাকাত ফরয নয়।" [7]

৪.২ গৃহপালিত পশুতে জন্য যাকাত

গৃহপালিত পশুর জন্য যাকাত ফরয হওয়ার প্রমাণ:

আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্টভাবে উট, গরু ও ছাগলের যাকাত ফরয করেছেন, যেখানে মহিষ গরুর অন্তর্ভুক্ত এবং ভেড়া ও দুম্বা ছাগলের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

> যে ব্যক্তি উট, গরু বা ছাগলের যাকাত আদায় করবে না, ক্বিয়ামতের দিন সেসব পশু বিরাটকায় ও মোটাতাজা অবস্থায় তাকে মাড়াবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে, এবং এ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে যতক্ষণ না মানুষের বিচার শেষ হয়। [৪]

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ:

(ক) নিছাব পরিমাণ হওয়া: ইসলামী শরী'আতে নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ পশু থাকতে হবে। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার জন্য ৪০ টি, গরুর জন্য ৩০ টি এবং উটের জন্য ৫ টি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "পাঁচের কম উটের যাকাত নেই" [9]। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেছেন, গরুর যাকাতে প্রতি ৪০ টিতে একটি 'মুসিন্নাহ' এবং প্রতি ৩০ টিতে একটি 'তাবী' বা 'তাবী'আহ্' [10]।

(খ) পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মালিকানায় থাকা: আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সম্পদের যাকাত নেই" [11]। গৃহপালিত পশুর বাচ্চা মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বছরে একবার যাকাত আদায় করতে হবে।

(গ) 'সায়েমা' তথা বিচরণশীল হওয়া: যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় নিজে খাবার খুঁজে খায়, তাকে সায়েমা বলা হয়। বছরের অধিকাংশ সময় যদি মালিক নিজে খাবার সংগ্রহ করে খাওয়ান, তাহলে সেই পশুর উপর যাকাত ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বিচরণশীল ছাগলের যাকাতে চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল" [12] । তিনি আরও বলেন, "বিচরণশীল প্রত্যেক চল্লিশটি উটে একটি বিনতু লাবুন" [13]।

গরুর যাকাত [14]		
নিছাব	সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
৩০ টি (এর কম হলে যাকাত ফরয নয়)	৩০ - ৩৯	তাবী/তাবীআহ্ (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু)
	৪০ - ৫৯	মুসিন্নাহ্ (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু)
	৬০ - ৬৯	২ টি তাবী/তাবীআহ্
	৭০ - ৭৯	১ টি তাবী/তাবীআহ্ ও ১ টি মুসিন্নাহ্
	৮০ - ৮৯	২ টি মুসিন্নাহ্
	৯০	৩ টি তাবী/তাবীআহ্ ও ১ টি মুসিন্নাহ্
এর পরে প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্য একটি তাবী' বা তাবী'আহ্ (এক বছর বয়সী গরুর বাছুর) এবং প্রতি চল্লিশটি গরুর জন্য একটি মুসিন্নাহ (দুই বছর বয়সী গরুর বাছুর) যাকাত হিসেবে দিতে হবে।		

ছাগলের যাকাত [14]		
নিছাব	সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
৫ টি (এর কম হলে যাকাত ফরয নয়)	৪০ - ১২০	১ টি ছাগল
	১২১- ২০০	২ টি ছাগল
	২০১ - ৩০০	৩ টি ছাগল
এর পরে প্রতি একশত ছাগলের জন্য একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।		

উটের যাকাত [14]		
নিছাব	সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
৪০ টি (এর কম হলে যাকাত ফরয নয়)	৫ - ৯	১ টি ছাগল
	১০- ১৪	২ টি ছাগল
	১৫- ১৯	৩ টি ছাগল
	২০- ২৪	৪ টি ছাগল
	২৫- ৩৫	বিনতু মাখায (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)

	৩৬ - ৪৫	বিনতু লাবূন (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৪৬ - ৬০	হিক্কাহ্ (চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৬১ - ৭৫	জায'আহ্ (পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৭৬ - ৯০	২টি বিনতু লাবূন
	৯১ - ১২০	২ টি হিক্কাহ্
যদি উটের সংখ্যা ১২০ টির বেশি হয়, তাহলে প্রতি ৪০টি উটের জন্য একটি বিনতু লাবূন এবং প্রতি ৫০টি উটের জন্য একটি হিক্কাহ যাকাত দিতে হবে।		

গৃহপালিত পশুর যাকাতের নিয়মাবলী:

আবূ বকর (রাঃ) আনাস (রাঃ)-কে বাহরাইনের উদ্দেশ্যে প্রেরণকালে লিখেছিলেন: ২৪টি বা তার কম সংখ্যক উটের যাকাত ছাগল দ্বারা আদায় করতে হবে। প্রতিটি ৫টি উটে ১টি ছাগল, ২৫ থেকে ৩৫টি উটের জন্য ১টি মাদী বিনতু মাখায, ৩৬ থেকে ৪৫টি উটের জন্য ১টি মাদী বিনতু লাবূন, ৪৬ থেকে ৬০টি উটের জন্য ১টি হিক্কাহ, ৬১ থেকে ৭৫টি উটের জন্য ১টি জায'আহ্, ৭৬ থেকে ৯০টি উটের জন্য ২টি বিনতু লাবূন, ৯১ থেকে ১২০টি উটের জন্য ২টি হিক্কাহ এবং ১২০টির বেশি হলে প্রতি ৪০টিতে ১টি বিনতু লাবূন এবং প্রতি ৫০টিতে ১টি হিক্কাহ। যার ৪টির বেশি উট না থাকলে তার উপর যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। ৫টি উট হলে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

ছাগলের ক্ষেত্রে, গৃহপালিত ছাগল ৪০টি থেকে ১২০টি পর্যন্ত ১টি ছাগল, ২০০টি পর্যন্ত ২টি ছাগল, ৩০০টি পর্যন্ত ৩টি ছাগল, এবং ৩০০টির বেশি হলে প্রতি ১০০টিতে ১টি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে। কারো গৃহপালিত ছাগল ৪০টির কম হলে তার উপর যাকাত নেই, তবে স্বেচ্ছায় দান করতে চাইলে করতে পারে। [15]

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

যাকাত আদায়ের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক:

(ক) দোষ-ক্রুটি মুক্ত হওয়া: রোগমুক্ত পশু দান করতে হবে, রোগাক্রান্ত, অঙ্গহীন বা জীর্ণশীর্ণ পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর (যাকাত দাও) এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না।" (সূরা বাক্বারাহ ২/২৬৭)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

"যে ব্যক্তি উত্তম মাল প্রদান করে এবং ক্রুটিপূর্ণ মাল প্রদান করে না, সে পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে।" [16]

(খ) শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের হওয়া: হাদীসে যে বয়সের পশু দ্বারা যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা মেনে চলতে হবে। যদি নির্ধারিত বয়সের পশু না থাকে, তবে তার পরিবর্তে বিদ্যমান পশু এবং সাথে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দু'টি ছাগল বা ২০ দিরহাম দিতে হবে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রাঃ) লিখেছিলেন,

"যে ব্যক্তির উপর জায'আহ্ ফরয হয়েছে অথচ তার নিকট জায'আহ্ নেই বরং হিক্কাহ্ রয়েছে, তখন হিক্কাহ্ গ্রহণ করা হবে এবং এর সাথে দু'টি ছাগল বা ২০ দিরহাম দেওয়া হবে।" [17]

(গ) পশু মধ্যম মানের হওয়া: যাকাত আদায়কারীদের জন্য অতীব উত্তম বা অতীব নিকৃষ্ট পশু গ্রহণ করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

তাদের উত্তম মাল থেকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে এবং মাযলূমের বদদো'আকে ভয় করবে।" [18]

একাধিক মালিকের পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম

যদি একাধিক ব্যক্তি তাদের পশুগুলো একত্রে পালন করেন, যেমন একজনের ২০টি এবং অন্যজনের ২০টি ছাগল মিলিয়ে মোট ৪০টি ছাগল থাকে, তাহলে যাকাত একত্রে গণনা করা হবে এবং ৪০টি ছাগলের জন্য ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রাঃ) যাকাত সম্পর্কে লিখেছিলেন,

"যাকাত দেওয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন প্রাণীগুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না" [19]

যাকাতের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে:

- সকল মালিক মুসলিম, স্বাধীন এবং পশুর পূর্ণ মালিক হতে হবে।
- মিশ্রিত পশুর সংখ্যা নিছাব পরিমাণ হতে হবে।
- মিশ্রিত পশু একসঙ্গে পূর্ণ এক বছর পালন করতে হবে।
- পাঁচটি বিষয়ে পশুগুলো আলাদা হবে না:
    - একই এড়ে বা পাঠা দিয়ে গর্ভধারণ করানো।
    - একই সময়ে চারণভূমিতে চরানো।
    - একই চারণভূমি ব্যবহার করা।
    - একই স্থানে দুগ্ধ দোহন।
    - একই স্থানে রাত্রিযাপন।
    - যদি উপরোক্ত শর্তগুলো পূরণ না হয়, তাহলে পৃথক পৃথক নিছাব অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে । [20]

গাড়ী চালানো অথবা জমি চাষের কাজে নিয়োজিত পশুর যাকাতের বিধান

গাড়ী চালানো বা জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত পশুর উপর যাকাত ফরয নয়, এমনকি তা যত বেশিই হোক না কেন। আলী ইবনু আবি ত্বালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন,

"শাক-সব্জিতে যাকাত নেই, পাঁচ ওসাকের কমে যাকাত নেই, কাজে নিয়োজিত পশুতে যাকাত নেই এবং যাবহাতেও যাকাত নেই।" সাকার বলেন, জাবহা অর্থ হল, ঘোড়া, খচ্চর এবং দাস-দাসী। [21]

মহিষের যাকাত আদায়ের বিধান

মহিষ এবং গরু একই প্রজাতির পশু, এই ব্যাপারে সকল আলেম ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। হাসান (রাঃ) বলেন, "মহিষ গরুর স্থলাভিষিক্ত" [22]। তাই নিছাব পরিমাণ গরুর মালিকের উপর যাকাত যেমন ফরয, তেমনি নিছাব পরিমাণ মহিষের মালিকের উপরও যাকাত ফরয। গরু ও মহিষের নিছাব একই।

ঘোড়ার যাকাত আদায়ের বিধান

কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা যেসব পশুর যাকাত ফরয করা হয়েছে, ঘোড়া তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোড়ার যাকাত আদায় করতে হবে না বলে উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, "মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত নেই" [23]।

রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, "শাক-সব্জিতে যাকাত নেই, আরিয়াতে যাকাত নেই, পাঁচ ওসাকের কমে যাকাত নেই, কাজে নিয়োজিত পশুতে যাকাত নেই এবং যাবহাতেও যাকাত নেই।" সাকার বলেন, "জাবহা অর্থ হল, ঘোড়া, খচ্চর এবং দাস-দাসী"। [24]

যে হাদীসে প্রত্যেক ঘোড়ার ১ দ্বীনার বা ২০ দিরহাম যাকাত দিতে হবে বলা হয়েছে তা যঈফ। [25]

পশুর পরিবর্তে তার মূল্য দ্বারা যাকাত আদায়ের হুকুম

পশুর পরিবর্তে তার মূল্য দিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে না; পশুর যাকাত পশু দ্বারাই আদায় করতে হবে। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"গরুর যাকাতে প্রতি চল্লিশটিতে একটি 'মুসিন্নাহ' এবং প্রতি ত্রিশটিতে একটি 'তাবী' বা 'তাবী'আহ্' গ্রহণ করবে" [26]।

এছাড়াও, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

"বিচরণশীল ছাগলের যাকাতে চল্লিশটি থেকে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল" [27] এবং "বিচরণশীল প্রত্যেক চল্লিশটি উটে একটি বিনতু লাবুন। [28] সুতরাং, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পশুর যাকাত পশু দ্বারাই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪.৩ স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত ফরয হওয়ার প্রমাণ

স্বর্ণ ও রৌপ্য, যা খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত, ইসলামী শরী'আতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ ধাতুগুলোর গুরুত্ব ও মূল্য বিবেচনা করে, ইসলামী শরী'আত এদের উপর যাকাত ফরয করেছে এবং অনাদায়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (তওবা ৯/৩৪-৩৫)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

"প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে এবং তা জাহান্নামের আগুনে গরম করে তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে।"। [29]

স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিছাব

ইসলামী শরী'আতে নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলে তবেই যাকাত ফরয। এই দুটি ধাতুর নিছাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

স্বর্ণের নিছাব: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "বিশ দ্বীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। যদি কারো কাছে ২০ দ্বীনার স্বর্ণ এক বছর থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দ্বীনার যাকাত দিতে হবে। এরপরে যা বৃদ্ধি পাবে তার হিসাব ঐভাবেই হবে" (আবূদাউদ হা/১৫৭৩)। ১ দ্বীনার সমান

৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ, তাই ২০ দ্বীনার = ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। অর্থাৎ ৭ ভরি ৫ আনা ৫ রতী স্বর্ণ এক বছর থাকলে, তার ২.৫০% যাকাত দিতে হবে।

রৌপ্যের নিছাব: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "পাঁচ উকিয়ার কম রৌপ্যে যাকাত নেই" 30। ৫ উকিয়া = ২০০ দিরহাম = ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, "প্রতি ৪০ দিরহামে ১ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। ২০০ দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফরয নয়। ২০০ দিরহাম পূর্ণ হলে ৫ দিরহাম যাকাত হবে এবং এর অতিরিক্ত হলে সেই হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে" [31]। ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য = ৫১.০২ ভরি। এক বছর থাকলে, এর ২.৫০% যাকাত দিতে হবে।

খাদসহ স্বর্ণের নিছাব

বর্তমান বাজারে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় খাদসহ ওজন করা হয়। তাই খাদসহ স্বর্ণ নিছাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য একত্রে নিছাব পূর্ণ হলে যাকাত

যদি কারো নিকটে স্বর্ণ ও রৌপ্য পৃথকভাবে নিছাব পরিমাণ না থাকে, তবে উভয়টি মিলে নিছাব পরিমাণ হয়, তখন যাকাত ফরয হবে কি না, তা নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে, ছহীহ মত হলো, স্বর্ণ ও রৌপ্য দু'টি ভিন্ন বস্তু এবং একটি অপরটির নিছাব পূর্ণ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "পাঁচ উকিয়ার কম রৌপ্যে যাকাত নেই" [32] এবং "বিশ দ্বীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়" [33]। সুতরাং, পৃথকভাবে নিছাব পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয নয় [34]।

ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত

ব্যবসায়িক স্বর্ণ বা পুরুষের ব্যবহৃত স্বর্ণ এবং প্রাণীর আকৃতিতে বানানো নারীর অলংকার যা হারাম কাজে ব্যবহৃত হয়, এ ধরনের স্বর্ণের যাকাত ফরয। কারণ এ ধরনের ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়, এ ব্যাপারে ওলামাগণ একমত। বৈধ পন্থায় নারীর ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত ফরয কি না, এ নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে, ছহীহ মত হলো, নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয।

আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক মহিলা তার কন্যার হাতে মোটা স্বর্ণের বালা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? মহিলাটি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, "তুমি কি পছন্দ কর যে,

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের বালা পরিধান করান?" [35]

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমার হাতে রূপার আংটি দেখে বললেন, 'তুমি কি এর যাকাত দাও?' আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট'" [36]

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি ও আমার খালা স্বর্ণের বালা পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এর যাকাত দাও কি?' আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না যে, এর পরিবর্তে আল্লাহ আগুনের বালা পরাবেন?'" [37]

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, "এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, অলংকারের যাকাত দিতে হবে কি? তিনি বললেন, যদি তা দুইশত দিরহামে পৌঁছে, তাহলে তার যাকাত আদায় করবে।" [38]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, "অলংকার পরিধানে সমস্যা নেই, যদি তার যাকাত দেওয়া হয়।" [39]

উপরোক্ত হাদীস ও আছার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীর ব্যবহৃত অলংকার নিছাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে।

নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয নয় মর্মে পেশকৃত দলীলের জবাব

প্রথম দলীল

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, "অলংকারের যাকাত নেই" [40]।

জবাব: এই হাদীসটি যঈফ, ইমাম দারাকুত্বনী, ইমাম বায়হাক্বী, এবং নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে যঈফ এবং ভিত্তিহীন বলেছেন। অতএব, এই হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং উপরোল্লিখিত ছহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ায় তা পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয় দলীল

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, "তোমরা তোমাদের অলংকার দ্বারা হলেও যাকাত আদায় কর"। [41]

জবাব: এই হাদীস অলংকারের যাকাত ফরয নয় এমন প্রমাণ করে না। এটি নির্দেশ করে যে, যাকাত আদায় করতে হবে, যদিও তা অলংকার দ্বারা হয়।

তৃতীয় দলীল

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, "মুসলিমের উপর তার দাস ও ঘোড়ার যাকাত নেই"। [42]

জবাব: নারীর অলংকারকে দাস ও ঘোড়ার সাথে তুলনা করা সঠিক নয় কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত মৌলিকভাবে ফরয, যা দাস ও ঘোড়ার জন্য প্রযোজ্য নয়।

চতুর্থ দলীল

নারীর ব্যবহৃত অলংকার বর্ধনশীল নয়, তাই এর যাকাত ফরয নয়।

জবাব: স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়। নিছাব পরিমাণ অর্থ জমা রাখলেও যাকাত ফরয হয়, তাই অলংকারে যাকাত ফরয। [43]

নগদ অর্থের যাকাত

প্রাথমিক যুগে, নগদ অর্থের ব্যবহার ছিল না; পণ্য বিনিময় পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সময় আরব সমাজে স্বর্ণের 'দ্বীনার' ও রৌপ্যের 'দিরহাম' ব্যবহৃত হতো। স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওজনের তারতম্য থাকার কারণে নিছাব যথাক্রমে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ ও ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

নগদ অর্থের নিছাব

বর্তমানে ব্যবহৃত মুদ্রা যেমন ডলার, টাকা, ইত্যাদি, যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিছাবের মূল্যে পৌঁছে এবং এক বছর ধরে থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় এক দ্বীনার সমান দশ দিরহাম ছিল, ফলে বিশ দ্বীনার স্বর্ণ ও দুইশত দিরহাম রৌপ্যের নিছাব সমান ছিল। বর্তমান বিশ্বে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। ওলামাদের মতে, যাকাতের নিছাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বর্ণের মূল্যমানকে ভিত্তি ধরার পরামর্শ

দেওয়া হয়। তবে যাকাত সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার মাধ্যম হওয়ায় রৌপ্যের হিসাবেও যাকাত প্রদান করা যেতে পারে।

প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার যাকাত আদায়ের বিধান

প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত অর্থে মালিকের স্বাধীনতা থাকলে, অর্থাৎ যেকোনো সময় উঠানো সম্ভব হলে, যাকাত দিতে হবে। যদি স্বাধীনতা না থাকে, তবে যখন পাওয়া যাবে তখন সব টাকার যাকাত দিতে হবে। যাকাত আদায়ের শর্তের মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের উপর মালিকের স্বাধীনতা। [44]

নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার যাকাত আদায়ের বিধান

ব্যাংকে নির্দিষ্ট মেয়াদে জমা করা টাকা সূদের অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামে হারাম। আল্লাহ বলেন, "যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে" (বাক্বারাহ ২/২৭৫)। জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের হিসাব লেখক এবং সাক্ষীদের লা'নত করেছেন। [45]

যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ নিছাব পরিমাণ হয়, তবে তার যাকাত আদায় করতে হবে, কারণ এ টাকার উপর ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা থাকে।

মুদ্রাসমূহের যাকাত নির্ধারণের পদ্ধতি

মুদ্রার যাকাত নির্ধারণের জন্য সব সম্পদকে ৪০ দ্বারা ভাগ করে এক ভাগ বা ২.৫০% যাকাত দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কারো নিকট যদি ৪,০০,০০০ টাকা থাকে, তাহলে যাকাত বের করার নিয়ম হলো ৪,০০,০০০ টাকা ÷ ৪০ = ১০,০০০ টাকা। এই পদ্ধতিতে ৪,০০,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

৪.৪ জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাত

জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাত ফরয হওয়ার দলীল

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং পৃথিবীকে মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহের উপযোগী করে তুলেছেন। তিনি বলেন,

"আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর" (আ'রাফ ৭/১০)।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

"তোমরা যে বীজ বপন কর, তা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তাকে অঙ্কুরিত কর, না আমরা অঙ্কুরিত করি? আমরা ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি" (ওয়াকি'আ ৫৬/৬৩-৬৭)।

"মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমরাই প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমরা ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে" (আবাসা ৮০/২৪-৩২)।

আল্লাহ তা'আলা জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত ফরয করেছেন। তিনি বলেন,

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমরা যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্ত ব্যয় করার সংকল্প করো না" (বাক্বারাহ ২/২৬৭)।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

"তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিমও সৃষ্টি করেছেন; এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও।

যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল কাটার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে" (আন‘আম ৬/১৪১)।

কৃষিপণ্যের যাকাতের নিছাব ও পরিমাণ

কৃষিপণ্যের যাকাতের নিছাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন ফসলের যাকাত নেই"। [46]

ওয়াসাকের পরিমাণ: ১ ওয়াসাক সমান ৬০ ছা‘। ৫ ওয়াসাক = ৩০০ ছা‘, যা ৭৫০ কেজি বা ১৮ মন ৩০ কেজি হয়। বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত ১০ ভাগের ১ ভাগ এবং সেচ দিয়ে উৎপাদিত ফসলের যাকাত ২০ ভাগের ১ ভাগ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানিতে সিক্ত ভূমির ফসলের উপর ‘ওশর’ এবং সেচ দিয়ে উৎপাদিত ফসলের উপর ‘অর্ধ ওশর’ যাকাত ওয়াজিব"। [47]

বৃষ্টির পানি ও কৃত্রিম সেচ উভয় মাধ্যমে উৎপাদিত শস্যের যাকাতের পরিমাণ

যদি শস্য কিছু অংশ বৃষ্টির পানি এবং কিছু অংশ কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়, তাহলে যাকাত নির্ধারণের নিয়ম হলো:

- বৃষ্টির পানির পরিমাণ বেশি হলে العشر (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত দিতে হবে।
- কৃত্রিম সেচের পরিমাণ বেশি হলে نصف العشر (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত দিতে হবে।
- দুই প্রকার পানির পরিমাণ সমান হলে ثلاثة أرباع العشر (দশ ভাগের তিন-চতুর্থাংশ) যাকাত দিতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ২০ মণ ধান উৎপন্ন হয় এবং বৃষ্টির পানির পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে ২ মণ যাকাত দিতে হবে। যদি কৃত্রিম সেচের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে ১ মণ যাকাত দিতে হবে। আর যদি দুই প্রকার পানির পরিমাণ সমান হয়, তাহলে ১ মণ ২০ কেজি যাকাত দিতে হবে। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। [48]

এক শস্য অন্য শস্যের নিছাব পূর্ণ করবে কি?

যদি কারো ১০ মণ ধান ও ১০ মণ গম থাকে, তাহলে কি উভয় শস্য একত্রিত করে যাকাত আদায় করা যাবে? নাকি পৃথকভাবে কোনটি নিছাব পরিমাণ না হওয়ায় যাকাত দিতে হবে

না? এ ব্যাপারে ছহীহ মত হল, গম, যব, ধান ইত্যাদি প্রতিটি শস্য আলাদা। অতএব, শস্যগুলি পৃথকভাবে নিছাব পরিমাণ হলেই যাকাত ফরয হবে। তবে একই শস্যের বিভিন্ন শ্রেণী একই নিছাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, মিনিকেট, পারিজা, চায়না, স্বর্ণা ইত্যাদি ধান একই নিছাবের অন্তর্ভুক্ত। [49]

যে সকল শস্যের যাকাত ফরয

যে শস্য জমিতে উৎপন্ন হয় এবং মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং তা ওজন ও গুদামজাত করা যায়, সেই শস্যগুলির যাকাত ফরয। হাদীছে এসেছে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গম, যব, কিসমিস এবং খেজুর এই চারটি শস্যের যাকাত প্রবর্তন করেছেন। [50]

মূসা ইবনু ত্বালহা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মু'আয (রাঃ)-এর নিকট প্রেরিত পত্রে গম, যব, কিসমিস ও খেজুরের যাকাত গ্রহণ করা হয়েছে। [51]

উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ে চারটি শস্যের কথা বলা হলেও, ওজন ও গুদামজাত করা সম্ভব সকল শস্য এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধান, ভুট্টা ইত্যাদি। গুদামজাত অসম্ভব এমন শস্যের যাকাত ফরয নয়, যেমন শাক-সবজি বা কাঁচা মালের যাকাত নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, "শাক-সবজিতে কোন যাকাত নেই"। [52]

উল্লেখ্য, এ জাতীয় সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে এবং নিছাব পরিমাণ হলে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, "এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মালের যাকাত নেই"। [53]

কখন শস্যের যাকাত ফরয?

শস্য যখন পরিপক্ক হয় এবং তা কর্তন করা হয়, তখন শস্যের যাকাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "ফসল তুলবার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে" (আন'আম ৬/১৪১)।

যদি শস্য কর্তনের আগে তা নষ্ট বা হারিয়ে যায়, তাহলে যাকাত ফরয নয়। তবে সংরক্ষণের পরে মালিকের অলসতা বা অবহেলার কারণে নষ্ট হলে যাকাত ফরয হবে। যদি সংরক্ষণের যথাযথ চেষ্টা করার পরও তা নষ্ট হয়, তবে যাকাত ফরয নয়। [54]

শস্য উৎপাদনের ব্যয় বাদ দিয়ে যাকাত ফরয কি?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উৎপাদন খরচ বিবেচনায় ফসলের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। সেচ হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান খরচ, তাই এর উপর ভিত্তি করে যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন:

"বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর 'অর্ধ ওশর' (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব"। [55]

উৎপাদন ব্যয়, বিশেষ করে সেচের খরচের কম-বেশীর কারণে যাকাতের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্য খরচের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষক যে খরচ করেন, তা বিনিময়ে অতিরিক্ত উৎপাদন লাভ করেন। তাই খরচ যাই হোক না কেন, তা বাদ না দিয়ে উৎপাদিত পূর্ণ শস্যের যাকাত দিতে হবে।

যদি কেউ ঋণ নিয়ে শস্য উৎপাদন করে, তাহলে শস্য কর্তনের পরে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে অবশিষ্ট শস্যের যাকাত আদায় করতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, "প্রথমত ফল উৎপাদনে যা ব্যয় করেছে তা পরিশোধ করবে, অতঃপর অবশিষ্টাংশের যাকাত আদায় করবে"। [56] ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, "প্রথমে যে ঋণ নিয়েছে তা পরিশোধ করবে। অতঃপর অবশিষ্টাংশের যাকাত আদায় করবে"। [57]

বাৎসরিক লিজ নেয়া জমি থেকে উৎপাদিত শস্যের যাকাত

লীজের টাকা বাদ দিয়ে না, বরং উৎপাদিত সমস্ত শস্যের উপর যাকাত আদায় করতে হবে। শস্য নিছাব পরিমাণ হলে তার ওশর বা যাকাত ফরয। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর (যাকাত দাও)" (বাক্বারাহ ২/২৬৭)।

খাজনার জমিতে উৎপাদিত শস্যের যাকাত

খাজনার জমিতে উৎপাদিত শস্যের ওশর বা যাকাত ফরয। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, "খাজনা হল জমির উপর এবং যাকাত (ওশর) হল ফসলের উপর"। [58]

অন্যদিকে, খাজনার জমিতে ওশর দিতে হয় না মর্মে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করা হয়, "মুসলমানের উপর একই সাথে খাজনা ও ওশর একত্রিত হয় না"। [59] তবে ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) এই হাদীছটিকে বাতিল বলেছেন, কারণ এর বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু আনবাসাহ্ হাদীছ জাল করার দোষে দুষ্ট।

জমিতে শস্যের পরিবর্তে মাছের চাষ

মাছের চাষ করলে ওশর বা যাকাত দিতে হয় না, কারণ মাছের উপর ওশর নেই। তবে মাছের চাষ যদি ব্যবসায় পরিণত হয়, তাহলে বছর শেষে মূলধন ও লভ্যাংশ হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হলে শতকরা ২.৫ টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

আলুর যাকাতের বিধান

আলুর ওশর বা যাকাত দিতে হয় না। যেসব খাদ্য-শস্য স্বাভাবিকভাবে এক বছর পর্যন্ত থাকে না এবং তার আগেই পচন ধরে, সেগুলোর ওশর নেই। তবে এসবের বিক্রয়লব্ধ টাকা যদি এক বছর সঞ্চিত থাকে এবং নিছাব পরিমাণ হয়, তাহলে শতকরা ২.৫ টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হিসাবে যাকাত দিতে হবে। [60]

মধুর যাকাতের হুকুম

আল্লাহ মানুষকে অনেক নে'আমত দান করেছেন, তার মধ্যে মধু অন্যতম। তিনি বলেন, "আর তোমার রব মৌমাছিকে ইংগিতে জানিয়েছেন যে, তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও। অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চল। তার পেট হতে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে" (নাহল ১৬/৬৮-৬৯)।

মধুর যাকাত

মধুর যাকাত নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে ছহীহ মত হল, মধুর যাকাত আদায় করতে হবে না। কারণ এটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এছাড়া, মধু একটি প্রাণীর পেট থেকে বের হয় যা গাভীর দুধের মত। যেমন দুধের যাকাত ফরয নয়, তেমনি মধুর যাকাত ফরয নয়। [61]

৪.৫ ব্যবসায় যাকাত

ব্যবসায়িক মালের যাকাত ফরয হওয়ার দলীল

আল্লাহ মুসলমানদের জন্য হালাল বস্তুর ব্যবসা হালাল করেছেন, তবে শর্ত হল তারা ইসলামী বিধি-বিধান লংঘন করবে না এবং আমানতদারী ও সততা সর্বতোভাবে রক্ষা করবে। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন" (বাক্বারাহ ২/২৭৫)। আল্লাহর হালালকৃত ব্যবসায় ক্রয়-বিক্রয়কৃত মালেও যাকাত ফরয।

আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত" (বাক্বারাহ ২/২৬৭)।

আত্র আয়াতে বর্ণিত "مَا كَسَبْتُمْ" অর্থাৎ "তোমরা যা উপার্জন কর" দ্বারা ব্যবসায়িক মালকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) "بَاب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ" তথা "উপার্জিত ও ব্যবসায়িক মালের যাকাত" শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন, "আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক" (যারিয়াত ৫১/১৯)।

তিনি আরও বলেন, "তাদের সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ্ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে" (তওবা ৯/১০৩)।

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ সম্পদের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যবসায়িক মালও এর থেকে আলাদা নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, তারা যদি দিন-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও, "আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন করা হবে" [62]। ব্যবসায়িক সম্পদ হাদীছে উল্লিখিত মাল থেকে আলাদা নয়, তাই তার উপর যাকাত ফরয।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, "সম্পদের যাকাত নেই, কেবল ব্যবসায়িক সম্পদ ব্যতীত"। [63]

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) তাঁর কর্মচারী রুযাইক ইবনু হুকাইমকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "তোমার সামনে যে মুসলমানই আসবে, তার ব্যবসায় ব্যবহৃত সব প্রকাশমান সম্পদ থেকে প্রতি চল্লিশ দ্বীনারে এক দ্বীনার যাকাত গ্রহণ কর"। [64]

ব্যবসায়িক মালের যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

যাকাত ফরয এমন দ্রব্য না হওয়া: যে দ্রব্যের যাকাত ফরয, যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, গবাদী পশু ইত্যাদি, তা ব্যবসায়িক মালের অন্তর্ভুক্ত হলেও যাকাত মূলের দিক থেকেই আদায় হবে, ব্যবসায়িক দ্রব্য হিসাবে নয়।

ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নিছাব পরিমাণ হওয়া: ব্যবসায়িক পণ্য নিছাব পরিমাণ হতে হবে, যা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ।

পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা: নিছাব পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকলেই কেবল যাকাত ফরয হবে।

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক পণ্য-সামগ্রীর যাকাত

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী যা দোকানে গচ্ছিত রেখে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তার যাকাত আদায় করা ফরয। পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। তবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে না রাখা পণ্য, যেমন ফ্রিজ বা দোকানের আসবাবপত্র, যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। [65]

জমির যাকাত

- **বসবাস বা চাষাবাদের জমি:** বসবাস বা চাষাবাদের জমির যাকাত নেই, তবে উৎপাদিত শস্য নিছাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে।

- **ভাড়ায় খাটানো বা বিল্ডিং নির্মাণের জমি:** ভাড়ায় খাটানো বা বিল্ডিং নির্মাণের জমির যাকাত নেই, তবে ভাড়ালব্ধ অর্থ নিছাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে।
- **ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি:** ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমির বর্তমান বিক্রয়মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। জমি বিক্রির টাকা নিছাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত আদায় করতে হবে । [66]

৪.৬ যাকাত বণ্টন

যাকাত বণ্টনের খাত ৮ টি

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে যাকাত প্রদানের ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন:

১. ফকীর:

যারা নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি প্রকাশ্যে ছাদাক্বাহ প্রদান কর তবে উহা ভাল; আর যদি তা গোপনে কর এবং দরিদ্রদেরকে দাও তা তোমাদের জন্য আরো ভাল" (বাক্বারাহ ২/২৭১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তাদের সম্পদে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন যা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন হবে"। [67]

২. মিসকীন:

মিসকীন হল ঐ ব্যক্তি যার নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারে না, কিন্তু মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। হাদীছে এসেছে, "প্রকৃত মিসকীন হল সেই ব্যক্তি যার প্রয়োজন পূরণ করার মত যথেষ্ট সঙ্গতী নেই অথচ তাকে চেনাও যায় না যাতে লোকে তাকে ছাদাক্বাহ্ করতে পারে এবং সে নিজেও মানুষের নিকট কিছু চায় না"। [68]

৩. যাকাত আদায়কারী ও হেফাযতকারী:

যারা যাকাত আদায়, হেফাযত ও বণ্টনের কাজে নিয়োজিত। হাদীছে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, যখন তুমি না চাওয়া সত্ত্বেও তোমাকে কিছু দেওয়া হয়, তখন তুমি তা গ্রহণ কর"। [69]

৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অমুসলিমকে যাকাত প্রদান:

ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অথবা কোন অনিষ্ট বা কাফেরের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। হাদীছে এসেছে, "নবী (ছাঃ) বললেন, আমি তো তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এমন মনরঞ্জন করছি"। [70]

৫. দাস মুক্তির জন্য:

যারা দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। হাদীছে এসেছে, "প্রাণী আযাদ করে দাও এবং একটি দাস মুক্ত কর"। [71]

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি:

যারা ঋণগ্রস্ত হয়েছে। হাদীছে এসেছে, "তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য যাকাতের মাল হতে সাহায্য চাওয়া হালাল নয়"। [72]

৭. আল্লাহর রাস্তায়:

যে কোন ধরনের প্রচেষ্টা আল্লাহর রাস্তায়, যেমন জিহাদ, দ্বীনী ইলম অর্জন ও প্রচার। হাদীছে এসেছে, "সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয় তবে পাঁচ শ্রেণীর ধনীর জন্য তা জায়েয"। [73]

৮. মুসাফির:

যারা সফরে গিয়ে পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন, "তাদের সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ্ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে" (তওবা ৯/১০৩)।

শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির যাকাতের মাল ভক্ষণের হুকুম

শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ করা বৈধ নয়। হাদীছে এসেছে,

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, "সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয় এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্যও হালাল নয়"। [74]

আদী ইবনুল খিয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দুই ব্যক্তি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে যাকাত চাইলেন। নবী (ছাঃ) তাদের স্বাস্থ্যবান দেখে বললেন, তোমরা চাইলে দিতে পারি, তবে তাতে বিত্তশালীর এবং কোন শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই"। [75]

পিতা-মাতাকে যাকাত দেওয়ার বিধান

পিতা-মাতাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। সন্তানের উপর কর্তব্য হল, তার সম্পদ থেকে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বহন করা। হাদীছে এসেছে,

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য"। [76]

নিজের স্বামীকে যাকাত দেওয়ার বিধান

যদি স্ত্রীর নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং তার স্বামী দরিদ্র হয়, তাহলে সে তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারে। হাদীছে এসেছে,

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নব (রাঃ) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি যাকাতের মাল আমার স্বামী ও এতীমদের জন্য ব্যয় করি তাহলে কি যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার জন্য দু'টি বিনিময় হবে। ছাদাক্বার বিনিময় এবং আত্মীয়তা রক্ষার বিনিময়"। [77]

নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়ার বিধান

নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে না। হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (ছাঃ) ছাদাক্বাহ্ করার নির্দেশ দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকট একটা দ্বীনার রয়েছে। তিনি বললেন, তা তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট অন্য একটি আছে। তিনি বললেন, তা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট অন্য একটি আছে। তিনি বললেন, তা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট অন্য আরো একটি আছে। তিনি বললেন, তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল,

আমার নিকট অন্য একটি আছে। তিনি বললেন, সে ব্যাপারে তুমি ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও’। [78]

উল্লিখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিজের স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর এবং পিতা হিসাবে সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তার উপর। অতএব নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

নিকটাত্মীয়কে যাকাত দেওয়ার বিধান

যদি কোন নিকটাত্মীয় প্রকৃতপক্ষে যাকাতের হকদার হয়, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। এমনকি এতে দ্বিগুণ সওয়াব অর্জিত হবে। হাদীছে এসেছে,

সালমান ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘মিসকীনকে ছাদাক্বাহ্ দিলে একটি ছাদাক্বাহ্ হয়। কিন্তু সে যদি রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় হয়, তবে নেকী দ্বিগুণ হয়। (১) ছাদাক্বার নেকী (২) আত্মীয়তা রক্ষার নেকী’। [79]

অমুসলিমদেরকে যাকাত দেওয়ার বিধান

যাকাতের মাল কোন অমুসলিমকে দেওয়া শরী‘আত সম্মত নয়। কেননা শুধুমাত্র ধনী মুসলিমদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে এবং গরীব মুসলিমদের মধ্যে তা বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

‘আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর তাদের দরিদ্রের মাঝে বণ্টন হবে’। [80]

যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ ও গোরস্থান তৈরীর বিধান

যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ ও গোরস্থান তৈরী করা বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তা‘আলা যাকাত বিতরণের খাতগুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকাত হল কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের অন্তর (ইসলামের দিকে) আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান (তওবা ৯/৬০)। মসজিদ ও গোরস্থান উক্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নিজের প্রদানকৃত যাকাতের মাল পুনরায় ক্রয় করার হুকুম

কোন ব্যক্তিকে যাকাত ও ছাদাক্বাহ্ প্রদানের পরে পুনরায় উক্ত দানকৃত মাল ক্রয় করা জায়েয নয়। হাদীছে এসেছে,

যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক্ব আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করার ইচ্ছা করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, সে তা কম মূল্যে বিক্রয় করবে। এ সম্পর্কে নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি তা ক্রয় করবে না এবং তোমার ছাদাক্বাহ্ ফিরিয়ে নিবে না যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দেয়। কেননা যে ব্যক্তি নিজের ছাদাক্বাহ্ ফিরিয়ে নেয় সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের বমি পুনরায় ভক্ষণ করে'। [81]

নিজের প্রদানকৃত যাকাতের মালের ওয়ারিছ হলে তার হুকুম

যদি কোন ব্যক্তি এমন কাউকে যাকাত প্রদান করে, যার মৃত্যুর পরে সে উক্ত সম্পদের ওয়ারিছ হয়, তাহলে তার জন্য উক্ত ওয়ারিছ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ভক্ষণ জায়েয। হাদীছে এসেছে,

বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। আমার মা তাকে রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার দানের নেকী পেয়ে গেছ এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার নিকট ফিরে এসেছে। [82]

ভুলবশত নির্ধারিত ৮ টি খাতের বাইরে প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে কি?

ভুলবশত নির্ধারিত ৮ টি খাতের বাইরে যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং পুনরায় তা আদায় করতে হবে না। হাদীছে এসেছে:

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি মনস্থির করে বলল, আমি আজ রাত্রে ছাদাক্বাহ্ করব। সে তার ছাদাক্বাহ্ নিয়ে বের হল এবং ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে আসল। এতে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে ব্যভিচারিণী ছাদাক্বাহ্ পেয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর ছাদাক্বাহ্ লাভের

জন্য তোমার প্রশংসা করছি। পুনরায় আজ আমি ছাদাক্বাহ্ করব। সে তার ছাদাক্বাহ্ নিয়ে বের হল এবং একজন ধনী লোকের হতে দিয়ে আসল। এতে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে ধনী ব্যক্তি ছাদাক্বাহ্ পেয়েছে। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ! ধনী লোকের ছাদাক্বাহ্ লাভের জন্য আমি তোমার প্রশংসা করছি। আমি আবারও ছাদাক্বাহ্ করব। সে তার ছাদাক্বাহ্ নিয়ে বের হল এবং একজন চোরকে দিয়ে আসল। এতে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে একজন চোর ছাদাক্বাহ্ পেয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণী, ধনী ও চোরের ছাদাক্বাহ্ লাভের জন্য তোমার প্রশংসা করছি। তারপর তাকে স্বপ্নে বলা হল, তুমি যে ব্যভিচারিণীকে ছাদাক্বাহ্ দিয়েছ, সম্ভবত সে তার ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে। আর তুমি যে ধনী ব্যক্তিকে ছাদাক্বাহ্ করেছ, সম্ভবত সে এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন সে তা থেকে দান করবে। আর তুমি যে চোরকে ছাদাক্বাহ্ দিয়েছ, সম্ভবত সে চুরি থেকে বিরত থাকবে। [83]

নির্ধারিত ৮ টি খাতে যাকাত বণ্টনের পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাত প্রদানের যে ৮টি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার মধ্যেই যাকাত বণ্টন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এর বাইরে যাকাত প্রদান করা সিদ্ধ নয়। তবে যাকাতকে সমান ৮ ভাগে ভাগ করতে হবে না। বরং ৮টি খাতের মধ্যে যে খাতগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোর মধ্যে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কম-বেশী করে যাকাত বণ্টন করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কোন একটি খাতে সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। [84]

তথ্যসূত্র:

1. বুখারী হা/১, ‘আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি কিতাবে অহী শুরু হয়েছিল’ অধ্যায়।
2. বুখারী হা/২৩৭৯, বঙ্গানুবাদ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৫৬৪ পৃঃ।
3. বুখারী হা/১৪৮৪, ‘যাকাত’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১৩৫ পৃঃ; মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪।
4. বুখারী হা/১৪৮৪, ‘যাকাত’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১৩৫ পৃঃ; মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪।
5. আবুদাউদ হা/১৫৬৮; তিরমিযী হা/৬২১; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৫; মিশকাত হা/১৭৯৯; আলবানী, সনদ ছহীহ।
6. আবূদাউদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আলবানী, সনদ ছহীহ।
7. তিরমিযী হা/৬৩২; মিশকাত হা/১৭৮৭, ‘যাকাত’ অধ্যায়; আলবানী, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গলীল হা/৭৮৭; তারাজু‘আত আলবানী হা/২১২।
8. বুখারী হা/১৪৬০; মুসলিম হা/৯৯০; মিশকাত হা/১৭৭৫।
9. বুখারী হা/১৪৪৭, মুসলিম হা/৯৭৯
10. তিরমিযী হা/৬২৩; নাসাঈ হা/২৪৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৩; মিশকাত হা/১৮০০
11. আবূদাউদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আলবানী, সনদ ছহীহ
12. বুখারী হা/১৪৫৪, মিশকাত হা/১৭৯৬
13. নাসাঈ হা/২৪৪৯; আলবানী, সনদ হাসান
14. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম [যাকাত অধ্যায়], শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন
15. বুখারী হা/১৪৫৪, মিশকাত হা/১৭৯৬
16. আবূদাউদ হা/১৫৮২; সিলসিলা ছহীহা হা/১০৪৬
17. বুখারী হা/১৪৫৩, মিশকাত হা/১৭৯৬
18. বুখারী হা/১৪৯৬, মুসলিম হা/১৯, মিশকাত হা/১৭৭২
19. বুখারী হা/১৪৫০, মিশকাত হা/১৭৯৬
20. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/৬৩-৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৯
21. দারাকুত্বনী হা/১৯৩০; মিশকাত হা/১৮১৩
22. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, মির‘আত ৫/৮১ ‘কুরবানী’ অনুচ্ছেদ

23. বুখারী হা/১৪৬৪; মুসলিম হা/৯৮২; আবুদাউদ হা/১৫৯৫; নাসাঈ হা/২৪৬৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮১২; মিশকাত হা/১৭৯৫
24. দারাকুত্বনী হা/১৯৩০; মিশকাত হা/১৮১৩
25. নায়লুল আওতার ৪/১৩৭ পৃঃ 'গোলাম, ঘোড়া ও গাধার যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ
26. তিরমিযী হা/৬২৩; নাসাঈ হা/২৪৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৩; মিশকাত হা/১৮০০
27. বুখারী হা/১৪৫৪, মিশকাত হা/১৭৯৬
28. নাসাঈ হা/২৪৪৯, আলবানী, সনদ হাসান
29. মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩
30. বুখারী হা/১৪৮৪; মুসলিম হা/৯৭৯
31. আবূদাউদ হা/১৫৭২
32. বুখারী হা/১৪৮৪, মুসলিম হা/৯৭৯
33. আবূদাউদ হা/১৫৭৩
34. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/১০১-১০২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৮; তামামুল মিন্নাহ ৩৬০
35. আবূদাউদ হা/১৫৬৩
36. আবূদাউদ হা/১৫৬৫
37. মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৬৫৫
38. মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক ৪/৮৩
39. দারাকুত্বনী ২/১০৭
40. তিরমিযী হা/৬৩৬; দারাকুত্বনী ২/১০৭
41. বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৮০৮
42. বুখারী হা/১৪৬৪; মুসলিম হা/৯৮২
43. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/১৩০; তদেব
44. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৯৫
45. মুসলিম হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৮০৭
46. বুখারী হা/১৪৮৪; মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪
47. বুখারী হা/১৪৮৩; মিশকাত হা/১৭৯৭
48. ইবনু কুদামা, শারহুল কাবীর ২/৫৬৩; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/৭৮; ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ৯/১৭৬; ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৫৪; নায়লুল আওতার ৪/২০১; ইউসুফ কারযাবী, ফিকহুয যাকাত ১/৩৩৩
49. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৫ পৃঃ

50. সুনানুদ দারাকুতনী হা/১৯৩৬; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৭৯
51. মুসনাদে আহমাদ হা/২২০৪১; সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৭৯
52. ছহীহ জামেউছ ছগীর হা/৫৪১১, আলবানী, সনদ ছহীহ
53. তিরমিযী হা/৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আলবানী, সনদ ছহীহ
54. শারহুল মুমতে‘ ৬/৮২ পৃঃ
55. বুখারী হা/১৪৮৩, ‘যাকাত’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৭
56. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৮৫৮
57. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৩৯৭; সদন ছহীহ, আহমাদ শাকের, কিতাবুল খারাজ ১৫৩ পৃঃ
58. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৭৪৬
59. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৭৪৮
60. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩৪-৩৬ পৃঃ)
61. শারহুল মুমতে‘ আলা যাদিল মুস্তাকনি‘ ৬/৮৭-৮৮ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৫০-৫২ পৃঃ
62. বুখারী হা/১৩৯৫, মুসলিম হা/১৯
63. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৩৯৪; আলবানী সনদ ছহীহ
64. মুওয়াত্তা মালেক, হা/৮৮০
65. ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫৭ পৃঃ
66. শরহুল মুমতে‘ ৬/১৪২-১৪৩ পৃঃ
67. বুখারী হা/১৩৯৫, মুসলিম হা/১৯
68. বুখারী হা/১৪৭৯, মুসলিম হা/১০৩৯
69. মুসলিম হা/১০৪৫
70. বুখারী হা/৩৩৪৪, মুসলিম হা/১০৬৪
71. মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৬৭০
72. মুসলিম হা/১০৪৪
73. আবুদাউদ হা/১৬৩৫
74. তিরমিযী হা/৬৫২; নাসাঈ হা/২৫৯৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/১৮৩০; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে‘ হা/৭২৫১
75. আবুদাউদ হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/২৫৯৮; মিশকাত হা/১৮৩২; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে‘ হা/১৪১৯

76. আবুদাউদ হা/৩৫৩০; মিশকাতা হা/৩৩৫৪; আলবানী, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪১৪
77. বুখারী হা/১৪৬৬
78. আবুদাউদ হা/১৬৯১; নাসাঈ হা/২৫৩৫; মিশকাত হা/১৯৪০; আলবানী, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৯৫
79. মুসনাদে আহমাদ হা/১৬২৭৭; তিরমিযী হা/৬৫৮; মিশকাত হা/১৯৩৯; আলবানী, সনদ ছহীহ
80. বুখারী হা/১৩৯৫, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৭৫ পৃঃ; মুসলিম হা/১৯
81. বুখারী হা/১৪৯০, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১২২ পৃঃ; মুসলিম হা/১৬২০; মিশকাত হা/১৯৫৪
82. আবুদাউদ হা/১৬৫৬, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ
83. মুসলিম হা/১০২২
84. তদেব ৬/৪৭-৪৮

অধ্যায় ৫: উপসংহার

যাকাত, ইসলামের অন্যতম পাঁচ স্তম্ভ, ধর্মীয় বিধান হিসেবে তার গুরুত্ব ও ফজিলত বহন করে। এই গবেষণাপত্রে যাকাতের বিভিন্ন দিক নিরূপণ করার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, যাকাত কেবল একটি ধর্মীয় অনুশীলন নয়, বরং এটি একটি সামাজিক উন্নয়নের যান্ত্রিক পদ্ধতি। যাকাত দানের মাধ্যমে, সমাজের ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্র এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সাহায্য করে থাকেন, যা ইসলামিক অর্থনৈতিক নীতির একটি প্রাণবন্ত উদাহরণ।

কুরআন ও হাদীসে যাকাতের গুরুত্ব বারবার উল্লেখিত হয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়, "আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদের থেকে দান কর" (সূরা বাকারাহ, ২:২৬২)। এটি বোঝায় যে যাকাত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের একটি অংশ এবং তাঁর প্রতি ভক্তির প্রকাশ। হাদীস অনুযায়ী, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, "যাকাত দানের মাধ্যমে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়" (সহীহ মুসলিম)। এই উক্তি যাকাত দানের মাধ্যমে না কেবল ব্যক্তিগত বরকত বাড়ার ইঙ্গিত দেয়, বরং সামাজিক সমৃদ্ধি সাধনের পথ নির্দেশ করে।

যাকাতের আহকাম ও প্রয়োগ পদ্ধতি আধুনিক সময়ের চ্যালেঞ্জের সাথে মিল রেখে আপডেট করা প্রয়োজন। ডিজিটাল অর্থনীতি ও অনলাইন লেনদেনের যুগে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের পদ্ধতি আরও কার্যকরী ও স্বচ্ছ হতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে যাকাত সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি উন্নত করা সম্ভব, যা দানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং যাকাত ফান্ডের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

ভবিষ্যতে, যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিস্তৃত গবেষণা এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাকাত নীতি নির্ধারণের দাবি রাখে। যাকাত ব্যবস্থাপনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয় ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে, যা সামাজিক উন্নয়নে আরও বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এর ফলে যাকাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য—অর্থনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সাধন—আরও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমগ্রভাবে, যাকাতের অনুশীলন ও তার ফজিলতগুলির বিস্তৃতি সামাজিক অবকাঠামোগুলির মধ্যে একটি সুসংহত ও সুস্থ অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি শুধু ইসলামিক বিশ্বের জন্য নয়, বরং সারা পৃথিবীর জন্য একটি শিক্ষামূলক ও অনুকরণীয় মডেল হতে পারে।